যুগান্তর

তারিখ 25 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন আসছে

মুশতাক আহমদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অভিন্ন আইন তৈরি হচ্ছে। শিগগিরই এর অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে। নতুন অধ্যাদেশ জারির পর বিদ্যমান সব অধ্যাদেশ ও আইন বাতিল হয়ে যাবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন অনুযায়ী রেগুলেশন তৈরি করতে পারবে।

ক্যাম্পাসের ভেতরে ছাত্র-শিক্ষক দলীয় রাজনীতি বন্ধ করার বিধান রেখে প্রণীতব্য এ অধ্যাদেশের নামকরণ করা হয়েছে 'ইউনিফর্ম অর্ডিন্যান্স ফর পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ, ২০০৭'। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, ডিনসহ বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক পদের নির্বাচন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নির্বাচনের পরিবর্তে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে এসব পদে শিক্ষকদের মধ্য থেকেই নিয়োগ পাবেন প্রশাসক। বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অধ্যাদেশ প্রণয়ন কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, অত্যন্ত গণতান্ত্রিক ও উদার করে তৈরি হচ্ছে অভিন্ন আইন। চূড়ান্ত করার পরে ও অধ্যাদেশ জারির আগে আলোচনার জন্য তা প্রকাশ করা হবে। ওয়েবসাইটে দেয়া ছাড়াও শিক্ষক-অভিভাবক, ছাত্রদের মতামত নেয়া হবে। তিনি বলেন, আইনে ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের বিধান থাকছে। তবে তারা রাজনৈতিক মতাদর্শ ধারণ ও প্রকাশ করতে পারবেন। ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত এবং ধরে রাখার চেষ্টাই মূল লক্ষ্য। এ কারণে এই অভিন্ন আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জানা গেছে, খসড়ায় সিনেট ও সিন্ডিকেটের ভূমিকা-পরিধি-গঠন, উপাচার্য-ডিনসহ বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক পদের নির্বাচন, আর্থিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন দিক স্থান পেয়েছে। সিনেটের প্যানেল নয়, সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিযুক্ত হবেন। ডিন পদে নির্বাচন নয়, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অনুষদের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠকে মনোনয়ন দেয়া হবে।

- ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক দলীয় রাজনীতি বন্ধ
- সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ
- বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হবেন ডিন

প্রস্তাবনায় উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটিতে ৫ জন সদস্য রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাদের মধ্যে থাকবেন একজন চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতি মনোনীত বয়োজ্যেষ্ঠ সাবেক উপাচার্য, প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিরোধীদলীয় নেতা (তার অনুপস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা বা শিক্ষা উপদেষ্টা) মনোনীত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান মনোনীত খ্যাতিমান নাগরিক এবং ইউজিসি চেয়ারম্যান মনোনীত একজন সদস্য। সদস্যরা নিজেরা আসছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

আসছে : অভিন্ন আইন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা করে কমিটির চেয়ারম্যান ঠিক করবেন। এ কমিটি তিনজনের একটি প্যানেল চ্যান্সেলরের কাছে প্রস্তাব করবে নিয়োগের জন্য। একই প্রক্রিয়া উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হবে।

১৭ সদস্যের পরিবর্তে ১৬ সদস্যের সিন্ডিকেট হবে। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য সিন্ডিকেটের সদস্য। প্রস্তাবিত আইনে তাদের সঙ্গে কোষাধ্যক্ষকেও সদস্য করা হবে। শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। তবে তা ৬ জনের পরিবর্তে বাড়িয়ে ৭ করা হয়েছে এবং নির্বাচনের পরিবর্তে বিভিন্ন কোটায় মনোনীত হয়ে আসবেন। তাদের মধ্যে থাকবেন দু'জন অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, দু'জন ডিন (রোটেশন হবে), দু'জন সিনিয়র অধ্যাপক, একজন প্রভোস্ট। এছাড়া থাকবেন একজন সিনেট প্রতিনিধি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দু'জন (একজন চ্যান্সেলর মনোনীত, আরেকজন ইউজিসি মনোনীত), একজন সরকারি কর্মকর্তা, আইন পেশার একজন এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সমিতির প্রতিনিধি (চ্যান্সেলর মনোনীত)।

একইভাবে সিনেটের গঠন কাঠামোতেও পরিবর্তন এসেছে। ১০৪ সদস্যের এই সিনেটে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট থাকেন। প্রস্তাবিত আইনে নির্বাচনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এদের প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ডিনদের প্রতিনিধিত্ব। এর আগে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, ৫ জন সরকারি কর্মকর্তা, ৫ জন সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৫ জন, গবেষণা সংস্থার ৫ জন, অধিভুক্ত ও উপাদানকল্প কলেজের ৫ জন অধ্যক্ষ ও এসব কলেজ থেকে মনোনীত আরও ১০ জন শিক্ষক, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি থাকতেন সিনেটে।